যুগান্তর

তারিখ 28 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঢাবি'র আর্থিক সংকট এবার আরও বাড়বে

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট এ বছর আরও তীব্র হবে। ৮ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট সত্ত্বেও প্রশাসনিক পদের ৩ শতাধিক শিক্ষকের বেতনভাতা অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় আরও দেড় কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ঢাবি বড় ধরনের আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে।

জানা গেছে, গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ৫ জন সিন্ডিকেট সদস্য (বহিস্থ), ১০ জন ডিন, প্রক্টর, সব হলের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর, চেয়ারম্যান/পরিচালক, ওয়ার্ডেন, সহকারী প্রক্টর, সহকারী হাউজ টিউটর, সহকারী ওয়ার্ডেনসহ মোট ৩ শতাধিক শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিন্ডিকেট সদস্যদের প্রতিটি সভার জন্য ২শ' টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০, ডিন ১ হাজার থেকে ২ হাজার, প্রক্টরের ১ হাজার থেকে ১৮শ', প্রভোস্টদের ১ হাজার থেকে ১৮শ', চেয়ারম্যান/পরিচালকদের ৮শ' থেকে দেড় হাজার, ওয়ার্ডেন ৮শ' থেকে ১ হাজার, সহকারী প্রক্টরদের ১ হাজার থেকে ১৮শ', হাউজ টিউটরদের ৬শ' থেকে ১ হাজার, সহকারী হাউজ টিউটর ৩শ' থেকে ৬শ' এবং সহকারী ওয়ার্ডেনদের সম্মানী ৬শ' টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এতে

সংকট : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

সংকট ... ঢাবি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বছরে খরচ বাড়বে দেড় কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়, বাজেট ঘোষণার পর এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি করাটা ঠিক হয়নি। বছরের মাঝখানে কোন ব্যয় বৃদ্ধি করতে হলে তার জন্য অবশ্যই যৌক্তিক আয়ের খাত সৃষ্টি করতে হবে আগে। কিন্তু সম্প্রতি সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা মোটেই সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী আর্থিক সংশ্লিষ্ট সব সিদ্ধান্ত ফাইন্যান্স কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত আকারে পাস হয়। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তটি ফাইন্যান্স কমিটিকে পাস কাটিয়ে সিন্ডিকেটে একতরফাভাবে পাস করা হয় বলে জানা গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত ফাইন্যান্স কমিটি এটা অনুমোদন করলেও ভবিষ্যতে একতরফাভাবে এ রকম সিদ্ধান্ত না নেয়ার জন্য হুশিয়ার করে দেয়। এ ব্যাপারে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, সিন্ডিকেট অতিমাত্রায় রাজনৈতিক হয়ে গেছে। এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সার্বিক বাজেটে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।